ফেডারেশন বার্তা

'নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন'-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of 'All India Federation of Bengali Buddhists')

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৫৪ ○ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ○ Website : www.aifbb.org ○ আগস্ট : ২০২৫/২৫৬৯---বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

দেখতে দেখতে অনেকটা পথ পেরিয়ে এলাম। আমাদের পথচলা শুরু হয়েছিল সেই ২০০৯ সালের মে মাসে, ২৫৫৩ বুদ্ধাব্দে, আর আজ ২০২৫ সাল ২৫৬৯ বুদ্ধাব্দ। আজ থেকে ষোলো বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল ফেডারেশন বার্তার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। আর এখন যে সংখ্যাটা প্রকাশিত হতে চলেছে সেটা হল সতেরো বর্ষ ৫৪-তম সংখ্যা। গৌরবের কথা বইকি! একাদীক্রমে এতগুলো বছর সোজা কথা নয়। এই কয় বছরে আমরা আমাদের সমাজ জীবনে কত বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি। কত উত্থান-পতন দেখেছি।

ফেডারেশন বার্তার প্রথম সংখ্যাটিতেই প্রকাশিত হয়েছিল ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার মহামান্য তৃতীয় সঙ্ঘরাজ ও বুদ্ধ গয়ার আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. রাষ্ট্রপাল মহাস্থবিরের মহাপ্রয়ানের সংবাদ। আরো প্রকাশিত হয়েছিল অখিল ভারত ভিক্ষু সঙ্ঘের সঙ্ঘনায়ক ও বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার ভূতপূর্ব সম্পাদক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মপাল মহাথেরোর মহাপ্রয়ানের সংবাদ। সেটা ছিল বেদনার সংবাদ। আজ ১৭ বছর পরে ফেডারেশন বার্তার ৫৪-তম সংখ্যায় প্রকাশ করছি আমাদের প্রবাদ প্রতীম পথপ্রদর্শক, আমাদের সংস্থার সভাপতি, সকলের শ্রদ্ধেয় ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়কে হারানোর সংবাদ স্মরনে রেখে। তিনি বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে ঊননব্বই বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। জাগতিক নিয়মে তাঁকে একদিন না একদিন যেতেই হতো। তিনিও মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই ফেলেছিলেন। অপেক্ষা ছিল শুধু সময়ের। তিনি আমাদের এতটাই প্রিয় ছিলেন যে তাঁর বিচ্ছেদের স্মৃতি আমাদের কাছে শুক্ষ্ম কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে। ফেডারেশন বার্তার বর্তমান সম্পাদকীয়টি লিখতে গিয়ে বার বার তাঁর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি ফেডারেশন বার্তার প্রতিটি সংখ্যা খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। পরবর্তী সংখ্যার সম্পাদকীয়র বিষয় কি হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করতেন। সেই খোলা জানালাটা এখন চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। সেখান থেকে আলো বাতাস কিছুই আর প্রবাহিত হবেনা। কিন্তু আমাদের তো আর থেমে থাকলে চলবেনা। চোখ কান খোলা রাখতে হবে। সমাজ জীবনে কি কি অসঙ্গতি আছে আতশ কাঁচের ভিতর দিয়ে সেটা খুঁজে বার করতে হবে। সেটাই যে আমাদের কাজ।

সমাজে অসঙ্গতির তো আর শেষ নেই। প্রথম অসঙ্গতি আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাবোধি মহাবিহার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এক অদ্ভুত মানসিকতার কথা। বুদ্ধের বোধিলাভের স্থান, যা নিয়ে পৃথিবীর কোনো মানুষের মনে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, যা ইউনেস্কো দ্বারা ওয়ার্লড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ইতিমধ্যেই, ২০০২ সালে, বিজ্ঞাপিত হয়েছে, সেই মহাবোধি

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের ১২৪-তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিগত ২৭শে জুলাই ২০২৫ ভারতীর সংঘরাজ ভিক্ষুসভার প্রথম সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের ১২৪তম জন্মজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদা সহকারে মধ্যকলকাতার পটারি রোডস্থ "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন" প্রাঙ্গনে উদ্‌যাপন করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে উক্ত দিন অপরাহ্নে অনুষ্ঠান সূচিত হয় বুদ্ধ বন্দনা, পঞ্চশীল গ্রহণ এবং সমবেত ভিক্ষুমন্ডলীর সূত্রপাঠের মাধ্যমে। অতঃপর পরমপূজ্য ধর্মাধার মহাস্থবিরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্মৃতিচারণ এবং বৈকালিক সংঘদান কার্য সম্পন্ন করা হয়।

অনুষ্ঠানের অন্তিমপর্বে ছিল "পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ষষ্ট দশ স্মারক বক্তৃতা" প্রদান। এবারের স্মারক বক্তা ছিলেন ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সভাপতি তথা "বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন" নিউদিল্লীর মাননীয় সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষক ভিক্ষু ড. কচ্চায়ন শ্রমণ। উক্ত স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল "ঊনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘের অবদান (The revival of Buddhism in Bengal in the 19th Century and the Contribution of Buddhist Sangha)। ড. কচ্চায়ণ শ্রমণ তার বক্তৃতায় ইতিহাসের আলোকে ভারতবর্ষে বুদ্ধচর্চার এক ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমকে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেন। আলোচিত তথ্যানুসারে এদেশে বুদ্ধচর্চার শেষ আশ্রয়স্থল ছিল বঙ্গদেশে। দীর্ঘ চারশত বছরের পাল রাজত্বে বুদ্ধচর্চা আপন গরিমায় বিকশিত হলেও পরবর্তী দীর্ঘ সময়কাল তার বিকৃত-বিবর্তিত রূপ তন্ত্র, মন্ত্র, মুদ্রাধারা ইত্যাদির প্রতি মানুষকে আকর্ষিত করে। প্রায় সাতশত বৎসর পরে বঙ্গভূমিতে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুদ্ধ বুদ্ধচর্চার পুনর্জাগরণ ঘটে। এই ধর্মীয় এবং সামাজিক আন্দোলনে যে সকল মহান ভিক্ষুগণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের জীবন ও কর্ম নিয়ে এই বক্তৃতাটি এক গভীর পর্যবেক্ষণ এবং নিবীড় গবেষণার সফল উপস্থাপন রূপে উপস্থিত সজ্জনমন্ডলী মত প্রকাশ করেন। আলোচনা সভায় পৌরহিত্য করেন পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাননীয় সভাপতি শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়। মুখ্য ধর্ম আলোচক ছিলেন উপসংঘরাজ ড. রতনশ্রী মহাস্থবির মহোদয় এবং সঙ্ঘ প্রধানরূপে উপস্থিত ছিলেন সংঘরাজ শ্রীমৎ দিকপাল মহাস্থবির মহোদয়।

পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে স্মারক বক্তৃতা প্রদানের জন্য ভিক্ষু ড. কচ্চায়ন শ্রমণকে অসীম কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

মহাবিহার কমপ্লেক্সের মধ্যে বিষ্ণুর অবস্থান কি করে ঢুকে গেলো সেটাই বোঝা গেলনা। বুদ্ধ, যিনি কিনা কোনো দেবতার অস্তিত্বের কথা স্বীকারই করেননি, সেই বুদ্ধকেই বিষ্ণুর অবতার বানিয়ে দেওয়ার এক নোংরা রাজনীতি চলছে। এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায়কি? কোনো শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষই এটা মেনে নিতে পারেনা। বুদ্ধের পথে অনুসারী মানুষেরাও মেনে নেয়নি।

সারা পৃথিবীর সকল বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা এই স্থানটির মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম, যদিও এর উৎপত্তি ভারতবর্ষে, সেটা এখন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পরেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধরা কি গুনগত ভাবে কি সংখ্যাগত ভাবে প্রকৃত বৌদ্ধ হইয়া উঠিতে পারেনি। কয়েকটি বৌদ্ধ প্রধান দেশ যেমন কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, লাওস, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা ভারতের তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে।। অনাগারিক ধর্মপাল এই মহাবোধি মহাবিহারের অধিকার অর্জন জোরালো করার জন্যই ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে চিকাগো সম্মেলনে গিয়ে বিশ্বের দরবারে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেছিলেন। কিন্তু পারেন নি। জাগরন কিছুটা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ততটা আশাপ্রদ নয়। বছর দশেক আগে ভান্তে সুরাই সাসাই সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে দশটা বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত এর কোনো সুরাহা হয়নি। সম্প্রতি অসহিষ্ণু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলনের মাত্রা তীব্র হতে দেখা গেছে। দলে দলে মানুষ বুদ্ধগয়ায় গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। সুপ্রীম কোর্ট বিগত দশ বছরের শীতঘুম কাটিয়ে এখন একটু নড়ে চড়ে বসছে আমরা দেখছি। এখন দেখা যাক দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কি রায় দেয়। আমরা তারই অপেক্ষায় আছি।

এই মহাবোধি মহাবিহারের অধিকারের লড়াই বিষয়টাকে নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। এটার অধিকার যে বৌদ্ধদের হাতে থাকাই উচিৎ সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তাহলে দ্বিতীয় মতটা কিসের? অন্য যারা মহাবোধি মহাবিহারের অধিকার দাবি করছে তারা হচ্ছে মোহান্তের দল। মোহান্তের দলের দাবির পেছনে এতটাই শক্তি রয়েছে যে তারা এই মহাবিহারের পুনরাবিষ্কার হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ সেই ১৯৪৯ সাল থেকে এর অধিকার আজো ছেড়ে দেয়নি। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস যে বৌদ্ধরা মহাবিহারের অধিকার সহজে ফিরে পাচ্ছেনা। এই কারনেই সাধারন বৌদ্ধদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। এবং তা প্রকাশ পাচ্ছে তাদের ব্যবহারে। সেটা কি খুবই অযৌক্তিক। এই অধিকারের লড়াইটা আমাদের সামনে বড় করে তুলে ধরেছিল ভান্তে নাগার্জুন সুরাই সাসাই এবং গজেন্দ্র মহানন্দ পান্তাওয়ানে যৌথভাবে উচ্চন্যায়ালয়ে মামলা করে। ভান্তে নাগার্জুন সুরাই সাসাই জন্মসূত্রে জাপানী নাগরিক এবং বুদ্ধের দেশ ভারতে এসে এই দেশটাকে আত্মীকরন করে নিয়েছেন। জাপানী নাগরিকত্ব বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়েছেন। বুদ্ধের সব থেকে পবিত্র স্থানটি অ-বৌদ্ধদের হাত থেকে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁরা মামলাটি করেছিলেন ২০১২ সালে, আর আজ ২০২৫ সাল। তেরোটি বছর মামলাটি হিম ঘরে পড়েছিল। আর কি অপেক্ষা করা যায়? তাই এই লাগাতর আন্দোলন। সারা ভারতের বৌদ্ধরা এক হয়েছে। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকেও সমর্থন আসছে। এই ব্যাপারে যে যে মানুষ যেমন ভাবে পারছে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ্যাডভোকেট আনন্দ জোনঢালে (Adv Anand Jondhale) নামে এক ব্যক্তি এই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে লেগেছেন। তাঁর মতে এই ব্যাপারে তাঁর কাছে তথ্য আছে যে সম্রাট অশোক তৃতীয় শতাব্দীতে মহাবোধি বিহারটি নির্মান করেছিলেন ২৫,০০০ একর জমিতে ৮৪,০০০ বৌদ্ধ স্তুপ স্বর্নালঙ্কারে মূর্তি সমেত। কিন্তু এখন তার বেশীর ভাগই আর নেই। এ্যাডভোকেট জোনঢালের মতে মোহান্তের পরিবার যারা বিগত ১৫০ বছর ধরে মাহাবিহার ভোগদখল করে আসছে তারাই অর্থের বিনিময়ে এইসব পাচার করেছে। পরবর্তি শুনানীতে তিনি বিষয়টি তুলবেন। ভালো কথা। সুযোগ পেলে নিশ্চই তুলবেন। কিন্তু আমরা সন্দিহান। তেরো বছর হিমঘরে থাকার পরে মামলাটির ঝাঁঝ কতটুকু আর অবশিষ্ট আছে? এই সম্পাদকীয়টি লেখার মুহূর্তে আমরা সুপ্রীম কোর্টের একটি শুনানীর দিন পেয়েছিলাম। সারা ভারতের তথা পৃথিবীর বৌদ্ধরা উচ্চন্যায়ালয়ের বক্তব্যের অপেক্ষায় ছিল। সেখানে কি রায় পাওয়া গেল? না এটাই যে এই সংক্রন্ত অন্য যে মামলা গুলি হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে সব গুলি এক যোগে শোনা হবে এবং তা উচ্চন্যায়ালয়ে নয়, হাইকোর্টে। দেখ কান্ড! বাংলায় একটা প্রবাদ আছে ''সারা রাত রামায়ন পড়ে, সীতা কার বাপ''। দেখা যাক ন্যায়ালয় তেরো বছর পরে ''সীতা কার বাপ'' বলতে পারে কিনা। আমরা তাকিয়ে থাকলাম।

২৫৬৯ তম বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

All India Federation of Bengali Buddhists এবং তার সহযোগী সংস্থা যথা বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র এবং 'পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে বিগত ১২ই মে ২০২৫ যথাযথ মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হল ২৫৬৯ তম বুদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষ্যে উক্তদিন প্রত্যুষে সূত্রপাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচিত হয়। সকাল সাড়ে আটটায় বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রার্থনা কক্ষে এক ঘণ্টাব্যাপী আনাপান ভাবনা এবং তৎপরবর্তীতে বুদ্ধপূজা সহ সমবেত প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে বিশ্বশান্তি কামনায় পুন্যদান করা হয়। বিকাল চারটায় এন্টালী কনভেন্ট লেনে অবস্থিত "APNA ADHIKAR" নামাঙ্কিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী যথা— খাতা, পেন্সিল, পেন, স্কেল রাবার ইত্যাদি এবং পথ্য বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর সভাকক্ষে আয়োজিত হয় এক সর্বধর্ম সম্মেলন। এই সম্মেলনে শিখ, খ্রীষ্টান, হিন্দু, ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধি রূপে যথাক্রমে শ্রী তারাসেন সিং, সিস্টার টেসলা, শ্রী দিবাকর চৈতন্য, মৌলানা মহঃ জাসিম দিলাবাস আসরফি এবং শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির বক্তব্য রাখেন। মাননীয় বক্তাগণ ভারতের বৈচিত্রময় সংস্কৃতি এবং বহুধা মতবাদের মধ্যে ঐক্যের আহ্বানকে স্মরণ করে এই মহান দেশের বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের সহাবস্থান এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বুদ্ধের শিক্ষার সর্বজনীনতাবাদ এবং অহিংসা— মৈত্রী ও করুণার প্রতি বক্তাগণ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে "পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত প্রজাপতি অঙ্কন স্কুলের শিক্ষার্থীদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

সম্পাদক—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—শ্রী নবারুণ বড়ুয়া,
সদস্যবৃন্দ— শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া, শ্রীমতী সঙ্গীতা বড়ুয়া,
শ্রীমতী রীতা বড়ুয়া।
প্রকাশক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া
(সাধারণ সম্পাদক, 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস')

"লোকসংস্কৃতিতে মেয়েরা : অনুসন্ধান ও চিত্রায়ণ"

— মৈত্রিকা বড়ুয়া

হীরালাল মজুমদার কলেজ ফর উইমেন, দক্ষিণেশ্বর এবং টালিগঞ্জ আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা-র যৌথ আয়োজনে হীরালাল কলেজ ফর উইমেন এর মঙ্গলালোক সভাগৃহে ২৫শে জুলাই, ২০২৫, শুক্রবার, আন্তর্জাতিক স্তরের একদিবসীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "লোকসংস্কৃতিতে মেয়েরা : অনুসন্ধান ও চিত্রায়ণ"।

সভার উদ্বোধন পর্বের সভামুখ্য ছিলেন গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আকাদেমি অব ফোকলোর-এর সভাপতি অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। সহ-সভামুখ্য ছিলেন হীরালাল মজুমদার কলেজ ফর উইমেন-এর সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দিবাকর ঝা মহাশয়। উক্ত কলেজের অধ্যক্ষা ড. সোমা ঘোষ স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। স্বাগত ভাষণের পর অতিথি বরণ কার্য সম্পন্ন হয়। দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা-র প্রাক্তন সভাপতি এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পদ অলংকৃত অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত সূচনা ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে লোকসংস্কৃতিতে মেয়েদের উপস্থিতি দেখা যায় প্রবাদ বাক্য, আলপনা, কাঁথা সেলাই, ছড়া, লৌকিক খাদ্য, ভাষা (মেয়েলি ভাষা), লৌকিক কটু ভাষা, টিপ্পনি প্রভৃতির মধ্যে। লৌকিক বাক্‌বিধিতেও মেয়েদের ভূমিকা রয়েছে। লোকগান যেমন ভাদুগান, টুসু গান সম্পূর্ণ মেয়েদের গান।

এছাড়া বিয়ের গান, বিয়ের বাসরের গান, ভাওয়াইয়া গান, মাহুত বন্ধুর গান মেয়েরা গেয়ে থাকেন। লোকনৃত্যেও মেয়েরা অংশগ্রহণ করেন। যেমন নাচ্‌নী নাচ। লোকনাট্যতে অনেক ক্ষেত্রে প্রধান চরিত্র মেয়েদের থাকে। মেয়েদের মধ্যে লৌকিক সংস্কার বেশী। সমাজের মঙ্গল ও আপন গৃহের মঙ্গলের জন্য মেয়েরা ব্রত পালন করে। এই পর্বের সমাপ্তিতে অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধায় তাঁর ভাষণে বলেন যে, সংসারে যে কোন ব্যক্তির নারী নির্দেশিত জীবন কাটে। মা, স্ত্রী, কন্যারূপে নারীর ভূমিকা অনবদ্য। সমাজের কল্যানের জন্য নারী পুণ্যিপুকুর ব্রত পালন করে।

উদ্বোধন পর্বের পরবর্তী সভার কর্মসূচী দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বের বিষয় ছিল "লোকসাহিত্যে মেয়েরা"। এই পর্বের সভামুখ্য ছিলেন সাহিত্য আকাদেমির পূর্বভারত শাখার প্রাক্তন সচিব ও সাহিত্যিক ডঃ রামকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম বক্তা ছিলেন রানী বিড়লা গার্লস কলেজের অধ্যাপক ডঃ শান্তনু ভট্টাচার্য। তিনি 'লৌকিক ছড়া ও নারী' বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন যে নারীর মনের প্রকাশ, নারীর আকাঙ্ক্ষা ও নারীর পরিবারিক সমস্যা ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। পরবর্তী বক্তা ছিলেন গুরুদাস কলেজের অধ্যাপিকা ড. মুনমুন চ্যার্টর্জী, তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল "মেয়েদের ধাঁধা ও প্রবাদ, প্রবচন"। মেয়েরা নিজস্ব মতামত নানা কারণে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ না করে ইঙ্গিঁতে বা ধাঁধার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। মেয়েদের মধ্যে প্রবাদ প্রবচনের মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করার চলন ও বেশী। তিনি বলেন যে প্রবাদ ধাঁধার মত ইঙ্গিঁতবাহী নয়। প্রবাদে কথা সোজা ভাবে বলা হয়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, গণপ্রথা, স্বামীর অপদার্থতা প্রভৃতি প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

প্রথম পর্বের শেষে সাময়িক বিরতির পর দ্বিতীয় পর্ব শুরু। দ্বিতীয় পর্বের বিষয়বস্তু ছিল "প্রায়োগিক লোকসংস্কৃতি ও মেয়েরা"। এই পর্বের সভামুখ্য ছিলেন হীরলাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উসমেন-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষা ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী ডঃ মীনাক্ষী সিন্‌হা। এই পর্বে প্রথম বক্তব্য রাখেন আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল "লোকনাট্যের নায়িকারা"। তিনি সামাজিক লোকনাট্য, ধর্মকেন্দ্রিক লোকনাট্য ও পালা গান সম্পর্কে আলোচনা করেন। লোকনাট্যে চরিত্রের উপস্থাপনা নাচ, গান, মুখোশ, কথোপকথন প্রভৃতির মাধ্যমে হয়ে থাকে বলে তিনি উল্লেখ করেন। উত্তর ভারতের নৌটঙ্কী প্রসঙ্গে বলেন যে, নৌটঙ্কীতে নায়িকাদের অবমাননা করা হয়। লোকনাট্যের বিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি ফেমিনিস্ট থিয়েটারের কথা উল্লেখ করেন। ১৯৭০ এর দশকে ভারতে মেয়েদের নিয়ে নাটক (পথনাটিকা)-এর সূচনা হয়। ভারতীয় নাট্যকলায় মেয়েদের প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে রঙ্গকর্মী ডঃ উষা গাঙ্গুলীর অবদান উল্লেখ করেন। দুর্গাপালায় মেয়েদের ক্ষমতায়ন ও চোরচুন্নী পালায় কৃষ্ণের পরিবর্তে বর্তমানে রাজনৈতিক প্রভাবের প্রসঙ্গও তিনি আলোচনা করেন। মনসামঙ্গল পালায় মহিলা চরিত্রের গুরুত্ব এবং বেহুলা, কালনাগিনী, নেতা ধোপানীর বর্ণময় চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সবশেষে বনবিবি পালার দুই নারীর দ্বন্দ্ব ও দুঃখের মধ্যে বিবিমার পুজার প্রচলন ও ধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক বনবিবির কথা বলে আলেচনা শেষ করেন। পরবর্তী বক্তা ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল "মেয়েলি লোকসঙ্গীত"। ইতুপূজার গান, খন্ডিতা গান, জাগ গান, ঢেঁকি গান, টুসু গান, পুতুল খেলার গান, পুন্যিপুকুর ব্রত গান, পৌষ আগল গান, ভাদু গান, বিয়ের গান, মেচনী গঠন বিষয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। মেয়েলি গানে পুরুষ গায়ক যেমন আলকাপ, খন প্রভৃতি গানের আলোচনা করেন। ঝুমুর, ভোমচক গান ও আধুনিক ডোমনি গানের বিষয়েও আলোকপাত করেন। দ্বিতীয় পর্বের সভামুখ্য ডঃ মীনাক্ষী সিন্‌হা এরপর একক অভিনয়ে "কুরুক্ষেত্রে গান্ধারী" নাটিকাটি উপস্থাপন করেন। সভার সর্বশেষ বক্তা ছিলেন প্রাক্তন ডিন, চারুকলা অনুষদ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও "গৌড়ীয় নৃত্য ভারতীর" প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্যাপিকা মহুয়া মুখোপাধ্যায়। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল "লোকনৃত্যে মেয়েরা" তিনি ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য, সামাজিক লোকনৃত্য, ধর্মীয় লোকনৃত্য, যুদ্ধ নৃত্য বৈরাতী নৃত্য, তিস্তাবুড়ি নাচ, বিষহরা নাচ, জারুনী নৃত্য, কীর্তন, কথকতা, দেবদাসী নৃত্য, ধমাইল , বৌ নাচ, দশহরা নাচ প্রভৃতি মেয়েদের লোকনৃত্য ও মেয়েদের অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোকপাত করেন। বর্তমানে ছৌ নাচে মেয়েদের অংশগ্রহণ এর কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের মেয়েলি নৃত্য পরিবেশন করে।

এই দিনের আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তা লোকসংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান, নারী নিজস্ব স্বর এবং ক্ষমতায়নকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সভাগৃহে উপস্থিত বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্রছাত্রী, আয়োজক কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্রীদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করতে সাহায্য করেছে। "অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস" এর পক্ষ থেকে ফেডারেশনের দুই সদস্যা শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া এবং অধ্যাপিকা মৈত্রিকা বড়ুয়া এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার এই প্রকাশনা তহবিলে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

A/C Name :
All India Federation of Bengali Buddhists
A/c No. : 1209590472
IFSC Code : CBIN0281055
Bank Name : Central Bank of India
Branch Name : Entally
UPI ID : 11681484@cbin

বৌদ্ধদের পুণ্যভূমি 'মহাবোধি মহাবিহার' উদ্ধার আন্দোলন

সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধদের তীর্থভূমি বুদ্ধগয়ার 'মহাবোধি মহাবিহার' দীর্ঘদিন যাবৎ এক অনৈতিক অধিগ্রহণের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পরবর্তীতে ভারতবর্ষে 'The Bodh Gaya Temple Act-1949' বিহার সরকার দ্বারা লাঘু করা হয়। এই আইন মোতাবেক 'মহাবোধি মহাবিহার' পরিচালন সমিতির ৪ জন বৌদ্ধ এবং ৪ জন হিন্দু প্রতিনিধি ব্যতীত চেয়ারম্যান থাকবেন গয়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেট। এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধদের গরিষ্ঠ সংখ্যাকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। কারণ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতন বৌদ্ধরাও প্রত্যাশা করেন যে, তাদের পুণ্যভূমির কার্যনির্বাহীর দায়িত্ব বৌদ্ধদের হস্তে রক্ষিত হবে।

এই বিষয়ে উল্লেখ করা যায় যে, ব্রিটিশ পুরাতত্ত্ববিদ স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৮ সালে খনন কার্যের মাধ্যনে মহাবোধি মহাবিহারকে বিশ্বদরবারে নিয়ে আসার পরবর্তীতে এই বিহারকে সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তির থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে স্যার এডউইন আরন্ডল জনমত তৈরি করেন। এই লেখাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুদূর শ্রীলঙ্কা থেকে মাননীয় অনাগরিক ধর্মপাল বুদ্ধগয়ার দুরাবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, এই বিহারকে কেন্দ্র করে সংগঠিত অনাচারগুলি প্রতিহত করবেন এবং শুদ্ধ বুদ্ধচর্চার প্রাণকেন্দ্র রূপে এটিকে প্রতিষ্ঠা দেবেন। নানাপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অনাগরিক ধর্মপালের 'মহবোধি মহাবিহার' উদ্ধার আন্দোলনের সেটিই ছিল শুরুর লগ্ন।

বিগত ৭৫ বৎসরের অধিক সময়কাল যাবৎ বুদ্ধগয়ার 'মহাবোধি মহাবিহার' উদ্ধার কার্যে ব্রতী হয়ে বহু বিশিষ্ট দেশ-বিদেশের ব্যক্তিবর্গ সোচ্চার হয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কেন্দ্রীয় এবং বিহার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আশাপ্রদ কোন পদক্ষেপ গ্রহণে কখনো আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। এমতাবস্থায় বিগত ১৩ বৎসর পূর্বে নাগপুরে অবস্থানরত জাপান জন্মজাত ভারতীয় নাগরিকরূপে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ভান্তে আর্য নাগার্জুন সুরাই সাসাই ভারতের সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন সরকরের বিরুদ্ধে যার উদ্দেশ্যে ছিল 'মহাবোধি মহাবিহার'-এর কর্তৃত্ব বৌদ্ধদের হস্তে অধিকৃত হোক। সরকারি দীর্ঘমুনিতার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ এই মামলার শুনানী কার্যক্রম শুরু হয়নি। যদিও বা বিগত কিছুদিন যাবৎ সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এর পক্ষ-বিপক্ষ উভয়কে স্বীয় স্বীয় হলফনামা পেশ করবার নির্দেশ জারি করেছে।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো যে, বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে বাবা সাহেব ড. বি. আর আম্বেদকরের অনুসারীরা এবং উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ নেতৃত্বের যৌথ প্রয়াসে 'মহাবোধি মহাবিহার' শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য বৌদ্ধ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু করেছে বুদ্ধগয়ায়। এই মঞ্চের নাম দেওয়া হয়েছে All India Buddhist Forum। ইতিপূর্বে ফোরামের সদস্যরা দেশজুড়ে পরিক্রমা করে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বুদ্ধ অনুরাগীরা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হচ্ছেন। আন্দোলনকে প্রতিহত করবার প্রয়াসে প্রশাসন নানাপ্রকার পথ অবলম্বন করছে। যা অনৈতিক এবং পক্ষপাতমূলক মনে করা হচ্ছে। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নানা কৌশল অবলম্বন করে এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে আন্দোলনস্থল থেকে ভিক্ষু এবং গৃহীদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় এক ভিক্ষুকে বিনা নোটিশে আন্দোলন মঞ্চ থেকে গ্রেপ্তার করে জেলে প্রেরণা করা হয়েছে। সুকৌশলে আন্দোলনকারীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।

নানাবিধ প্রতিকূলতা স্বত্ত্বেও এই আন্দোলন বুদ্ধগয়ায় আজও ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিদেশের মাটিতে "মহাবোধি মহাবিহার" উদ্ধার আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধরা আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য সংগঠিত হচ্ছেন। তাঁদের প্রয়াসে "বৌদ্ধ সমন্বয় সংঘ" বিগত ৩রা আগস্ট ২০২৫ কলকাতার "ভারত সভা হল"-এ রাজ্য সম্মেলন সংগঠিত করেছে। সম্মেলনে উপস্থিত জেলা প্রতিনিধিরা "মহাবোধি মহাবিহার" আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এটিকে শক্তিবৃদ্ধির জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্যক্রম চালাবার আহ্বান জানান। এব্যতীত বৌদ্ধ জনগণ আন্দোলনের স্বপক্ষে শান্তি পদযাত্রা, মশাল পদযাত্রা, আলোচনা সভা সংগঠিত করছেন উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অংশে।

'মহাবোধি মহাবিহার' উদ্ধারের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে দুটি মামলা ভারতের উচ্চ ন্যায়ালয়ের দরবারে শুনানি চলছে। আশা করা যায় সুপ্রিম কোর্টের নায্য বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে বৌদ্ধ জনগণের পক্ষে সুখবর বয়ে নিয়ে আসবে।

'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সংস্থার অন্যতম সম্পাদক শ্রীমতী কাজরী বড়ুয়া এবং সহ-সম্পাদক শ্রী দিলীপ সিংহ তথা অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ইতিমধ্যে বুদ্ধগয়ায় আন্দোলনকারী নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছেন।

বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের ধৈর্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। এই আন্দোলনের সঙ্গে প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। আমাদের বুদ্ধের শিক্ষার মৈত্রী অনুশীলনের মাধ্যমে সংযমতা রক্ষা করে এই সংগ্রাম চালাতে হবে। আমরা আশাবাদী ন্যায় অবশ্যই আসবে—সুদিন ফিরবে।

ফেডারেশনের আয়োজনে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এই বছরও ফেডারেশনের সদস্যরা স্মৃতিচারণ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে উদ্‌যাপন করলো রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী। বিগত ৭ই জুন ২০২৫ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনস্থ "জীবনানন্দ সভাঘর" (নন্দন-রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গন)-এ এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি তথা মুখ্য বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক তথা বিভাগীয় প্রধান ড. মৃন্ময় প্রামাণিক এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন 'শব্দ' পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট নাট্যকার শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া।

"হৃদয়ে রবি-চেতনায় বিদ্রোহী কবি" শীর্ষক এই সভায় পৌরহিত্য করেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী আশিস বড়ুয়া। সভার শুরুতে বৌদ্ধ পরম্পরা অনুসারে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উপস্থিত দর্শকমন্ডলীকে পঞ্চশীল প্রদান করেন। অতঃপর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী পামেলা সরকার। স্বাগত ভাষণ প্রদানের মাধ্যমে ফেডারেশনের ঐতিহ্য তথা সমাজ গঠনের আদর্শ ও প্রেরণা সম্পর্কে সকলকে জ্ঞাত করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মৃন্ময় প্রামাণিক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের নানান বৈচিত্র্যময় ঘটনাসমূহ দর্শকবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করেন। বিশেষ অতিথি শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া কবিগুরুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "বিশ্বভারতী" গড়ে ওঠা ও শান্তিনিকেতনের তৎকালীন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল নিয়ে এক শ্রুতিমধুর বক্তব্য রাখেন। বাংলা সাহিত্যের এই দুই কিংবদন্তীর জীবনী ও কর্ম নিয়ে আলোচনাগুলি দর্শকমণ্ডলীর প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে।

"স্বরতরঙ্গ" বাচিক সংস্থার শিল্পীবৃন্দ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় দলগত আবৃত্তি উপস্থাপন করেন। শ্রুতি নাটক "চিঠি" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতার অবলম্বনে) পরিবেশন করেন "স্বর ও সংলাপ" বাচিক সংস্থার শিল্পীবৃন্দ। দুটি উপস্থাপনা উপস্থিত সকলকে অশেষ আনন্দ প্রদান করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সম্পাদক শ্রীমতী সংগীতা বড়ুয়া। সভাশেষে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী আইভি বড়ুয়া।

নিরঞ্জনা নদীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য ফেডারেশনের উদ্যোগ

গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের সঙ্গে সম্পর্কিত নিরঞ্জনার তথা 'ফল্গু' নদীর নাম গভীরভাবে সংযুক্ত এবং সমগ্র পৃথিবীর বৌদ্ধদের কাছে এই নদী অতীব পবিত্র রূপে স্বীকৃত। পরিতাপের বিষয় এই যে, গয়া জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এই নদীর বর্তমান অবস্থা বড়ই খারাপ এবং এর জলধারা প্রায় অবরুদ্ধ। নদীর সার্বিক অবহেলার পরিপ্রেক্ষিত বিগত ২৭শে জানুয়ারি ২০২৫ 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস"-এর পক্ষ থেকে বিহার রাজ্যের "জলসম্পদ" দপ্তরের সচিব এবং কেন্দ্রীয় "জল শক্তি" মন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবকে স্মারকলিপি পাঠানো হয়।

আমাদের চিঠির কোন প্রকার প্রত্যুত্তর দীর্ঘ সাড়ে-তিন মাসে বিহার সরকারের 'জল সম্পদ' দপ্তর থেকে না আসায় এবং বারংবার উক্ত দপ্তরে ফোনালাপে যোগাযোগ করে, কোন প্রকার সন্তোষজনক অগ্রগতির তথ্য না পাওয়ায় সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় "জলশক্তি" মন্ত্রকের সচিবালয়ে সরাসরি যোগাযোগ করা হয়। এবং এক আবেদনের মাধ্যমে বৌদ্ধদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি তথা আবেগ জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হবে বলে সংগঠনকে আশ্বস্থ করা হয়।

আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে, বিগত ২২শে মে ২০২৫ কেন্দ্রীয় 'জলশক্তি' মন্ত্রকের সচিবালয় থেকে বিহার সরকার ও ঝাড়খণ্ড সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের ফেডারেশনের প্রস্তাবিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পত্র মারফত নিম্নবিষয়ে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়—

১। ফেডারেশনের প্রস্তাবিত আবেদনসমূহ গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিহার ও ঝাড়খন্ড উভয় রাজ্যকে সক্রিয় হতে হবে।

২। উভয় রাজ্যকে এই বিষয় এবং সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর বিস্তারিত তথ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয়ে পাঠানোর অনুরোধ রাখা হয়।

আশা করা যায় ফেডারেশনের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আগামীদিনে "নিরঞ্জনা" তথা 'ফল্গু' নদীকে তার অতীত গরিমায় পুনরায় ফিরিয়ে আনবে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সংযুক্ত হওয়ার কয়েকটি মাধ্যম হল—

Call / WhatsApp number : 9433493447 / 8013324845
Email Id : federation1973@gmail.com
Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists
YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists

"আমাদের কন্যা"

১। **পাত্রী** : হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।

২। **পাত্রী** : সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।

৩। **পাত্রী** : বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।

৪। **পাত্রী** : শ্যামনগর নিবাসী, স্নাতক, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 9748053414।

৫। **পাত্রী** : B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।

৬। **পাত্রী** : কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৬, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।

৭। **পাত্রী** : বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত, বর্তমানে US নাগরিক। USA-তে শিক্ষিতা এবং কর্মরতা Software Engineer, বয়স-২৮। USA-তে বসবাসকারী বা বসবাসে ইচ্ছুক ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা সমতুল্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগে ই-মেইল evns5223@gmail.com

৮। **পাত্রী** : রিষড়া নিবাসী, বয়স-৩২, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9830504664।

৯। **পাত্রী** : দিল্লী নিবাসী, MBA, বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", বর্তমানে দেরাদুনে কর্মরতা, Asst. Professor, দূরভাষ : 9871291030, 9958659166, ই-মেইল-pbarua16@gmail.com

১০। **পাত্রী** : বেলঘরিয়া নিবাসী, B.A. (C.U.) বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা, বয়স-২৭, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 8240615036 / 9681748473.

১১। **পাত্রী** : গড়িয়া নিবাসী, MBBS-MD পাঠরত, বয়স-৩৩, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 7980895909.

১২। **পাত্রী** : হায়দ্রাবাদ নিবাসী, B.Com পাঠরত, বয়স-২২, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 7439472536.

"আমাদের পুত্র"

১। **পাত্র** : গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।

২। **পাত্র** : কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।

৩। **পাত্র** : দিল্লী নিবাসী, ITI পাশ, বেসরকারি-সংস্থায় কর্মরত, বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'২", দূরভাষ : 7982933124 / 9013287256।

৪। **পাত্র** : শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com (H), সরকারি চাকুরী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9832093979।

৫। **পাত্র** : ইছাপুর নিবাসী, B.E. (শিবপুর), Asst. Manager NTPC, বয়স-২৯, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 8902051061।

৬। **পাত্র** : বেহালা নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'১০" , উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, S.E.Railway-তে কর্মরত, দূরভাষ : 9051629857, 9433572917।

৭। **পাত্র** : দমদম ক্যান্টনমেন্ট নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৪" , দূরভাষ : 8910630912।

৮। **পাত্র** : চেন্নাই নিবাসী, MA, স্কুলে নৃত্য শিক্ষক, বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৮", বাড়ি-কালনা (পূর্ব বর্ধমান), দূরভাষ- 94749 18883।

৯। **পাত্র** : জামসেদপুর নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৮" , দূরভাষ : 7783079238।

১০। **পাত্র** : চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ তথা কানাডার স্থায়ী নাগরিক, Economics Masters & MBA, Financial Co. চাকুরীরত, সুশ্রী লম্বা ও উচ্চশিক্ষিত পাত্রী কাম্য, বয়স-৩০, দূরভাষ : 8420236669, E-mail : bbarua25@gmail.com।

১১। **পাত্র** : ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত SBI অফিসার, বয়স-৩৭, উচ্চতা-৬'১" , দূরভাষ : 8789954206।

১২। **পাত্র** : কানাডার নাগরিক, PG (Global Magmt–Canada) MBA (India), চাকুরীরত, বয়স-৪১, উচ্চতা-৫'১১" , দূরভাষ : 9871291030, 9958659166।

১৩। **পাত্র** : আলিপুরদুয়ার নিবাসী, বি.এ. পাশ; বয়স-৩৪, বর্তমানে কলকাতায় বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত, উচ্চতা-৫'৬", দূরভাষ : 9832342598।

১৪। **পাত্র** : জামসেদপুর নিবাসী ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, Software Engg. (B.Tech.–CSE), বয়স-২৮, উচ্চতা-৫'৯" , দূরভাষ : 9334441506।

১৫। **পাত্র** : নাগপুর নিবাসী মুম্বাইতে কর্মরত, B.E. (Mechanical Engg.), বয়স-৩২, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 9881512389/7219079409।

১৬। **পাত্র** : বেহালা নিবাসী, B.Sc., বয়স-২৮, উচ্চতা-৫'৯", রাজ্য সরকার চাকুরী, দূরভাষ : 9836919860।

ফেডারেশনের আয়োজনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ কোর্স সম্পন্ন

জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০২০ (National Education Policy-2020 নির্দেশিকা অনুসারে স্নাতকস্তরের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ বা ব্যবহারিক অধ্যয়ন শিবির একটি আবশ্যিক অংশ। এই ধারাকে মান্যতা দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের B.A. দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের একটি শিবির বিগত ১৫ই জুলাই থেকে ২৫ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের পরিচালনায় সংগঠিত হয়। উক্ত শিবির এর শিরোনাম ছিল Vipassana : Theory and Practice এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের Philosophy Department এর অন্তর্গত Centre for Buddhist Studies-এর Co-ordinator-Prof (Dr.) Madhumita Chattopadhyay-এর আগ্রহে এই ইন্টার্নশিপটি ব্যবস্থা করা হয়। বুদ্ধের শিক্ষার প্রায়োগিক বিষয় সমূহ মানব কল্যানে এক আশীর্বাদ স্বরূপ এই ইন্টার্নশিপটিকে, এইরূপে চিহ্নিত করা যায় বলে শিক্ষার্থীরা অভিমত প্রকাশ করে। শিবিরে সর্বমোট ২২জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ২ জন রিসার্চ স্কলার যুক্ত ছিলেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা শিবির সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করে আগামীতে আবার এই ধরনের ইন্টার্নশিপ আয়োজনে উদ্যোগী হবেন বলে মত প্রকাশ করেন।

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রে আয়োজিত হল দশদিন ব্যাপী ধ্যান শিবির

মধ্য কলকাতার "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র"-এ বিগত ৪ঠা আগস্ট থেকে ১৫ই আগস্ট ২০২৫ দশ দিনব্যাপী বিপস্সনা (বিদর্শন) ধ্যান শিবির আয়োজিত হয়। এই শিবিরটি পরিচালনা করেন বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র এর অধ্যক্ষ বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়। শিবিরে মোট ১৫জন সাধক-সাধিকা অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে মহাস্থবির মহোদয় জানান যে, — বিদর্শন ভাবনা ভারতবর্ষের এক প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, মানবজীবনে এই ভাবনা আনন্দ, শান্তি এবং চিন্তা মুক্তির এক অনন্যপথকে উন্মোচিত করে। বর্তমান সময়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সমাজের মানুষজন মনসংযোগ বৃদ্ধিতে এবং এক অনাময় জীবনের প্রত্যাশায় এই ধ্যান-সাধনার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন। শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ব্যক্ত করেন যে, এই ভাবনা মানুষকে চিন্তামুক্ত সুস্থ জীবন লাভের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তর করছে।

সবিনয় নিবেদন

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা হচ্ছে যে, পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারি রোড, কলকাতা-১৫) "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ভবনটির একাংশ ত্রিতল এবং অপরাংশ চতুর্থতল বিশিষ্ট। দূরাগত যাত্রীবৃন্দ যাঁরা চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা, পরীক্ষার্থী অথবা ভ্রমণযাত্রী তাঁদের স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য এই ভবনে বর্তমানে নয়টি ঘর ব্যবহারযোগ্য রয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে আগ্রহ ব্যক্তিবর্গ এই ভবনে অবস্থানের জন্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ;
পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৫০আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড)
কলকাতা-৭০০০১৫
দূরভাষ ঃ ৮৯১৮৬৭২২৪৭ / ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ই-মেল ঃ panditdharmadharwelfaresociety@gmail.com

তামিলনাড়ুর কুদ্দালোর জেলায় রাস্তায় বুদ্ধমূর্তি রাখায় প্রতিবাদ করলো ফেডারেশন

বিগত জুলাই ২০২৫ এ সংবাদ মাধ্যমে একটি খবরের সম্পর্কে বুদ্ধ অনুরাগীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। প্রকাশিত তথ্য এবং ছবির মাধ্যমে জানা যায় যে, তামিলনাড়ু রাজ্যের কুদ্দালোর জেলার পেননাডাম অঞ্চলের স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়ি তৈরি করার সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটি বুদ্ধমূর্তি প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে সেই ব্যক্তি বুদ্ধমূর্তিটি রাস্তায় বসিয়ে রেখে চলে যান। নবম-দশম শতকের এই মূর্তিটি দীর্ঘদিন যাবৎ একটি নালার উপর পড়ে আছে। এই বিষয়ে আঞ্চলিক তথা জেলা প্রশাসন উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে।

আমাদের সংগঠন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস এর পক্ষ থেকে উক্ত জেলার কালেকটার এবং তামিলনাড়ু রাজ্যের মুখ্যসচিবের দপ্তরে প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয়। আশা করা যায় যে বুদ্ধ মূর্তিটি সম্মানজনক স্থানে স্থানান্তরিত করতে সংশ্লিষ্ট সংশিল্লষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রকাশিত হল "দ্যা গ্রেট ইন্ডিয়ান লুমিনারি —অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান" বই

মধ্যযুগে ভারতের আলোকবর্তিকা অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে গবেষণামূলক নূতন ইতিহাসকে জনসমক্ষে নিয়ে এলেন অধ্যপক হিমাংশু কুমার সরকার মহাশয়, তাঁর রচিত "দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান লুমিনারি—অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান" শীর্ষক ইংরেজী বই প্রকাশনার মাধ্যমে। প্রবীন এই ইতিহাসবিদ দীর্ঘ বছরের ক্ষেত্র সমীক্ষা ও নানা ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রমান করতে ব্রতী হয়েছেন যে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরের সুরহর গ্রামটি তিব্বত সাহিত্যে উল্লেখিত হয়েছে সাহোর নামে। তার অনুসন্ধান মতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি আদি গৌর রাজ্যে। তিনি সাহোর বংশোদ্ভূত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল প্রথমে সাহোরের সামন্ত নায়ক ছিলেন এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত হয়ে সমগ্র গৌড় রাজ্যের অধিপতি হন।

অধ্যাপক সরকারের ৯০তম জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে ৮৬ পাতার ইংরেজিতে রচিত এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বিগত ২৮শে মে ২০২৫-এ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদ্বয়।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রী'র জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

ঃ স্থান ঃ

৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড),
কলকাতা-৭০০০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
দূরভাষ ঃ ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

ভারতের প্রধান বিচারপতি হলেন বৌদ্ধ সন্তান শ্রী বি. আর. গাভাই

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রূপে বিগত ১৪ই মে ২০২৫ শপথ নিলেন বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই। দীর্ঘ ১৫ বছর বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতির দ্বায়িত্ব পালনের পরবর্তীতে ২০১৯ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে যোগদান করেছিলেন।

বাবাসাহেব বি. আর. আম্বেদকরের একান্ত অনুগামী বিচারপতি গাভাই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারি এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির দ্বায়িত্ব গ্রহনের সময় তিনি "বুদ্ধের" নামে শপথ নেন। তিনি হলেন সুপ্রিম কোর্টের ৫২-তম প্রধান বিচারপতি। আগামী নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে থাকবেন। বর্তমানে তিনি কয়েকটি National Law University আচার্যর পদও অলংকৃত করছেন।

বিচারপতি গাভাই এর পিতা প্রয়াত রামকৃষ্ণ সূর্যভান গাভাই ছিলেন আম্বেদকর এর সহকর্মী এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। বাবাসাহেবের আদর্শের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত Republican Party of India-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং দীর্ঘদিনের সভাপতি। মহারাষ্ট্র বিধানসভার সদস্য হিসাবে তিনি দীর্ঘ ৩০ বৎসর বিধায়কের দ্বায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ভারতের লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যরূপে তিনি দীর্ঘদিন জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি বিহার, সিকিম এবং কেরালা রাজ্যের রাজ্যপালের দ্বায়িত্ব পালন করেন।

বিচারপতি বি. আর. গাভাই -এর ভারতের প্রধান বিচারপতি দ্বায়িত্ব গ্রহনের মাধ্যমে ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজ গর্বিত হয়েছে। আমরা All India Federation of Bengali Buddhists-এর পক্ষ থেকে মাননীয় বিচারপতি গাভাইকে আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করছি।

জাতিসংঘ-র "বেশাখ ডে" উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে "বুদ্ধের অস্থি" প্রদর্শিত হলো ভিয়েতনামে

জাতিসংঘ বা United Nations এর উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবছর উদযাপিত হচ্ছে "বেশাখ ডে" বা বুদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠান। এ বছর এই উপলক্ষ্যে ভিয়েতনাম নির্দিষ্ট হয়েছিল উদযাপন স্থল হিসাবে। আয়োজক সংস্থার অনুরোধক্রমে ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় সারানাথে রক্ষিত পবিত্র বুদ্ধের অস্থি ভিয়েতনামে প্রদর্শনের জন্য স্থির হয়। মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে 'মূলগন্ধাকুটির বিহারে" রক্ষিত এই পবিত্র অস্থি ধাতু বিগত ২রা মে ২০২৫ থেকে ২রা জুন ২০২৫ ভিয়েতনামের বিভিন্ন শহরে বৌদ্ধ অনুরাগীদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রদর্শিত হয়। হো-চি-মিন শহর, হ্যানয় শহর সহ সর্বমোট ৯টি শহরের এক কোটি সত্তর লক্ষের বেশী পুন্যার্থী "বুদ্ধের অস্থি ধাতুর" প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দেশ-বিদেশের বরিষ্ঠ ভিক্ষুগণ এবং ভারত সরকারের উচ্চ-আধিকারিকরা এই "অস্থি ধাতু" বিগত ২রা জুন ২০২৫ নয়াদিল্লীতে ফেরত নিয়ে আসেন এবং একদিন পরে সারানাথে স্বস্থানে এই ধাতু রক্ষিত হয়।

বুদ্ধের এই অস্থি ধাতু ভিয়েতনামবাসীদের মধ্যে প্রদর্শনের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি হলো এবং বহু পুন্যার্থীর দীর্ঘ মনবাসনা পূর্ণতা পেল।

বৈশালীতে উদ্বোধন হলো বৌদ্ধস্তূপ এবং মিউজিয়াম

বিগত ২৯শে জুলাই ২০২৫ বিহার রাজ্যের বৈশালীতে নবনির্মিত "বৌদ্ধ স্তূপ" এবং "বুদ্ধ সম্যক দর্শন মিউজিয়াম"-এর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতিশ কুমার। ১৯৫৮-১৯৬২ সালে বৈশালীতে উৎক্ষননে প্রাপ্ত বুদ্ধের এই অস্থি ধাতু সংরক্ষনের জন্য বিশালকায় বৌদ্ধস্তূপটি তৈরি করা হয়েছে। রাজস্থানের বেলেপাথরের দ্বারা Tongue and Groove প্রযুক্তিতে গড়ে ওঠা এই স্তূপে কোন প্রকার আঁঠা অথবা সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়নি। পৃথিবীর ১৫টি দেশের বৌদ্ধভিক্ষুদের সূত্রপাঠের মাধ্যমে এই স্তূপের প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়।

আন্তর্জাতিক মানের সংগ্রহশালাটি দেশ-বিদেশের আগ্রহী দর্শক এবং গবেষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধচর্চার আধার রূপে স্বীকৃত হবে আশা করা যায়। ভারতীয় শিল্প, কলা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক ও বাহকরূপে নির্মিত বৌদ্ধস্তূপটি একটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য হিসাবে পর্যটকদের কাছে সমাদৃত হবে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এই দর্শনীয় স্থানটি অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করবে বলে সরকারি স্তরে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

বিহার সরকারের এই শুভ উদ্যোগের প্রতি আমরা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করি।

অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস-এর স্বর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা

এ বছর অর্থাৎ ২০২৫-২০২৬ সালে ফেডারেশনের ৫০-তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আগামী ২-রা নভেম্বর ২০২৫, রবিবার বুদ্ধগয়াস্থ আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছে। সংস্থার আয়োজনে সারা বৎসর ব্যাপী নানাবিধ কার্যক্রম এবং প্রকাশনার মাধ্যমে স্বর্ণজয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে তোলা হবে। ফেডারেশনের সকল সদস্যবৃন্দ এবং শুভানুধ্যায়ীদের সকল অনুষ্ঠানে সার্বিক অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালি বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "The Bodh Gaya Temple Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

চন্ডালিকা : একটি মানবতার গল্প

—**সাধনা বড়ুয়া**

বেশ কয়েকদিন আগে একটি বেসরকারী চ্যানেলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্য অবলম্বনে একটি নৃত্য পরিবেশন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চন্ডালিকা'-র মূল গল্প বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দকে নিয়ে এবং গল্পের মূলকথা বর্ণিত হয়েছে জাত-পাতের বিরুদ্ধে। বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দ তপ্ত মধ্যাহ্নে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে দেখলেন এক কিশোরী কন্যা কুয়ো থেকে জল তুলছেন। ভিক্ষু আনন্দ সেই কন্যার কাছে এক আঁজলা জল চাইলেন, পান করবেন বলে। কিশোরী কন্যাটি এই অনুরোধে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার মনে দোলাচল, এমন অবার হয় নাকি? আসলে ঐ কিশোরী ছিল এক চন্ডালকন্যা। নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে থেকেও শুনেছে প্রতিবেশীদের কথা। প্রতিবেশীরা ঐ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অধোবদন মেয়েটিকে অবলীলায় বলে ওঠে— "ওকে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছিঃ, ও যে চন্ডালিনীর ঝি।" সেই চন্ডালিনী কন্যার কাছে জল চাইছে একজন সুদর্শন, যুবাপুরুষ? হোক্ না সে সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসী মানুষটিই তো প্রকৃতিকে 'মানুষ' হিসেবে মর্যাদা দিলেন। চণ্ডালকন্যার স্পর্শ করা, জলভরা-কলস থেকে ঐ যুবাপুরুষটি জলপান করেছেন। প্রকৃতি সেই মুহূর্ত থেকে ভিক্ষু আনন্দকে ভালবেসে ফেলেছিল। সে ভালবাসা জাগতিক নয়, কামনার নয়, 'শ্রদ্ধার'। তাই সে ভালবাসা ভুলপথে চালিত হতেই ভিক্ষু আনন্দ, প্রকৃতিকে সত্যের কাঠিন্য বোঝান। প্রকৃতি ক্ষমা চেয়ে ফেরত আসে নিজগৃহে। এবং 'চন্ডালিকা' কাহিনীটি একটা শিক্ষার মাধ্যমে শেষ হয়। কিন্তু চ্যানেল কর্তৃপক্ষ যা পরিবেশন করে আমাদের দেখালেন তা কবিগুরুর কাহিনী থেকে শতহস্ত দূরে। বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দ চন্ডালিকাকে (প্রকৃতি) জলভরা কলসী মাথার উপর ঢেলে দিয়ে স্নান করাচ্ছেন। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দিয়ে, এমন একটি নীতিবহির্ভূত কাজ করাবার আগে চ্যানেল-এর কোরিওগ্রাফার ভাবলেন না একবারও, একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দিয়ে এমন কাজ এর স্বীকৃতি নিতে? বাস্তবে কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু কোন কিশোরী কন্যা তো দূর— কোন মানুষকে স্নান করিয়ে দেবেন না। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর ন্যায় ও নীতিকে আঘাত করা কাম্য ছিল না। এরপর বলি সঙ্গীত। সঙ্গীতাংশে আছে অপূর্ব একখানি গান। 'আধি' সিনেমায় এই গানটি ইতিহাস রচনা করেছে। 'তেরে বিনা জিন্দেগী সে কোই-ই সিকুয়া-ও নেহি, সিকুয়া নেহী।'— কিন্তু এই গানটির কথাগুলো কোনভাবে, কোন পরিস্থিতিতে ভিক্ষু আনন্দকে নিবেদন করা যায়? চ্যানেল কর্তৃপক্ষকে কে বললেন এই গানটির কথাগুলোকে, ভিক্ষু আনন্দকে নিবেদন করা যায়? এত কম রবীন্দ্রনাথকে পড়লে চলবে কেন?— আমরা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে চ্যানেলের এই ব্যবহারে অত্যন্ত বেদনার্ত, মর্মাহত। চ্যানেলের কোরিওগ্রাফারকে আমাদের সংগঠন তথা অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস-এর পক্ষ থেকে আবেদন, আরও বেশী করে জানুন, তারপরে নিত্যনতুন কাজের দাপটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুন। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ত্যাগ, তিতিক্ষার পথ ধরে এগোতে হয়। তাঁর জীবনশৈলীতে এমন একটি ঘটনাও ঘটবে না।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

- 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র' এবং 'ধর্মাধার ওয়েফেয়ার ট্রাস্ট'-এর পুর্বতন সম্পাদক তথা ডিমেন্ট সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক (ড.) সুকমল চৌধুরী বিগত ৪ঠা মে ২০২৫ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পালি ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা পুরস্কৃত হন। বহু গ্রন্থের প্রণেতা, বৌদ্ধ দর্শনের সুপণ্ডিত অধ্যাপক চৌধুরী 'বোধিভারতী' এবং 'নালন্দা' পত্রিকার সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘদিন। তাঁর প্রয়াণে বৌদ্ধবিদ্যা চর্চা তথা পালি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক শূন্যতা সৃষ্টি হল।
  প্রয়াত অধ্যাপক (ড.) সুকমল চৌধুরী'র প্রতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
- 'নর্থ বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট সোসাইটি'র মাননীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী ভূষণ লামা বিগত ১লা আগস্ট ২০২৫ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসস্থান সোনাডা, দার্জিলিং-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একজন দক্ষ সরকারি আধিকারিক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবে শ্রী লামা উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর আকস্মিক এবং অসময়ে প্রয়াণ বৌদ্ধসমাজের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা তৈরি করলো।
  সমাজদরদী প্রয়াত শ্রী ভূষণ লামার প্রতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।
- বিগত ২-রা আগস্ট ২০২৫ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের পরম সুহৃদ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী অরিন্দম বড়ুয়া প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর। তিনি ছিলেন বড়ুয়া বেকারী প্রাঃ লিঃ এর অন্যতম অংশীদার প্রয়াত অবনীরঞ্জন বড়ুয়া এবং বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অন্যতম ভূমিদাতা প্রয়াত শ্রীমতী শকুন্তলা বড়ুয়ার ৬ষ্ঠ সন্তান।
  প্রয়াত শ্রী অরিন্দম বড়ুয়া'র প্রতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর পরলৌকিক নির্মাণ শান্তি প্রার্থনা করছি।
- গড়িয়া নিবাসী বর্ষীয়ান উপাসক তথা ইন্টারন্যাশানাল মেডিটেশন সেন্টার বুদ্ধগয়ার প্রবীণ সদস্য মৃণালকান্তি বড়ুয়া মহাশয় বিগত ১৫ই জুন ২০২৫ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৬ বৎসর। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

প্রয়াত লালন চন্দ্র বড়ুয়া (পিতা)
এবং সুরবালা বড়ুয়া (মাতা)-র
পুণ্য স্মৃতিতে 'ফেডারেশন বার্তা'র
এই সংখ্যার মুদ্রণ ব্যয়ভার বহন করেছেন—

শ্রীমতী আলো রাণী বড়ুয়া (কন্যা)
নিউটাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

শুভেচ্ছা দান ঃ ১০ টাকা

পত্রিকা সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।